بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Islamic online Madrasa (IOM)

Name: Tasmia Zaman Khan

Batch: 202

Roll: 20202277

Subject: Research & Masail

Phone: 01891798279

Email: tasmiazamankhan@gmail.com

কুরআন ও হাদিসের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব

যে সব মাসে আল্লাহতায়ালা বান্দার জন্য বিশেষ বরকত রেখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো- পবিত্র শাবান মাস। হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা.) রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পূর্ণ রোজা রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে এতো বেশি রোজা রাখতে দেখিনি। -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

অন্য হাদিসে এসেছে, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে শাবান মাস ব্যতীত অন্যকোনো মাসে এতো অধিক পরিমাণে রোজা রাখতে দেখিনি। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা ওই মাস যে মাস সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই গাফেল থাকে। এটা রজব ও রমজান মাসের মধ্যবর্তী মাস। এটা এমন মাস, যে মাসে মানুষের আমলসমূহ আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করা হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আমার আমল আল্লাহতায়ালার দরবারে এ অবস্থায় পেশ হোক যে, আমি রোজাদার। -নাসায়ি ও শোয়াবুল ঈমান |

শাবান মাসের ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন সহিহ হাদিসের কিতাবে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। যার দ্বারা এ মাসের ফজিলত ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ মাসে রোজা রাখা প্রমাণিত বিষয়।

এবার আসি শবে বরাত প্রসঙ্গে।

মুমিন মাত্রই এ বিশেষ রাতের নামের সঙ্গে পরিচিত। তবে হাদিস শরিফে এ রাতকে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান তথা শাবানের পনেরতম রজনী নামে অভিহিত করা হয়েছে। শবে বরাত শব্দটি ফারসি। শব শব্দের অর্থ রাত আর বরাত অর্থ নাজাত, মুক্তি, রক্ষা ইত্যাদি। তবে মুফাসসিরে কেরাম এ রাতের আরও কয়েকটি নামের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন লাইলাতুল মোবারাকা, লাইলাতুল বারাআ, লাইলাতুস সাক ইত্যাদি। -তাফসিরে কুরতুবি

এ রাতে যেহেতু গোনাহগারের গোনাহ মাফ হয় এবং অসংখ্য অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করা হয়, সেহেতু এ রাত মুসলমানদের মঝ শবে বরাত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। পবিত্র শবে বরাত সম্পর্কে কোরআনে কারিমে নির্দেশনা আছে কিনা এ ব্যাপারে মুফাসসিরে কেরাম মতভেদ করেছেন। আর তাদের এ মতভেদের ভিত্তি হলো- সুরা দুখানের ৩ নম্বর আয়াত এর ভাবার্থ। অধিকাংশ মুফাসসির এ আয়াতের (লাইলাতুল মোবারাকা) শব্দের ব্যাখ্যা শবে কদর করেছেন এবং স্বপক্ষে হাদিস পেশ করেছেন। অন্যদিকে হজরত ইকরামা (রা.) এবং কিছু মুফাসসির উক্ত শব্দ দ্বারা শবে বরাত বুঝাতে চেয়েছেন এবং স্বপক্ষে হাদিসও পেশ করেছেন উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া পরবর্তীতে অধিকাংশ মুফাসসির যেমন, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি (রহ.) তার তাফসিরে কাবিরে, ইমাম তাবারি (রহ.) তার তাফসিরে তাবারিতে, আল্লামা জামাখশারি (রহ.) তার তাফসিরে কাশশাফে, আল্লামা আলুসি (রহ.) তার তাফসিরে রুহুল মায়ানিতে, ইবনু কাসির তার তাফসিরে ইবনে কাসিরে, শায়খ ইসমাইল হাক্কি (রহ.) তার তাফসিরে রুহুল বয়ানে, ইমাম কুরতুবি তার তাফসিরে কুরতুবিতে, হজরত আশরাফ আলী থানভি (রহ.) তার তাফসির বায়ানুল কোরআনে, মুফতি শফি (রহ.) তার তাফসিরে মাআরেফুল কোরআনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় শবে বরাতের আলোচনা করেছেন।

পবিত্র শবে বরাত সম্পর্কে কোরআনে কারিমে সরাসরি নির্দেশনা না থাকলেও হাদিস শরিফে সুস্পষ্টভাবে এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এ সব বর্ণনার মধ্যে কিছু বর্ণনা সম্পর্কে পৃথিবীর সব মুহাদ্দিস সহিহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিছু বর্ণনা হাসান, কিছু দুর্বল বলেছেন। একথা সত্য যে কোনো বিষয়কে প্রমাণের জন্য একটি সহিহ হাদিসই যথেষ্ট। আর এ বিষয়ে মুহাদ্দিস, ইসলামি স্কলার ও আলেমদের অধিকাংশ একমত যে, ফজিলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা জায়েজ এবং জয়িফ (দুর্বল) সনদের হাদিস দ্বারাও কোনো আমল মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়। তাছাড়া হাদিসে শবে বরাত পালন বা ফজিলতের বিপক্ষে কোনো বর্ণনার প্রমাণ নেই। এতদিন পর্যন্ত শবে বরাতকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা এ রাতটি উপলক্ষে নানা অনুচিত কাজকর্ম এবং রসম-রেওয়াজের অনুগামী হচ্ছিল। উলামায়ে কেরাম সবসময়ই এ সবের প্রতিবাদ করেছেন এবং এখনো করছেন। ইদানিং আবার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাদের দাবী হল, ইসলামে শবে বরাতের কোন ধারণা নেই। এ ব্যাপারে যত রেওয়ায়েত আছে সব মওযু বা যয়ীফ। এসব অনুযায়ী আমল করা এবং শবে বরাতকে বিশেষ কোন ফযীলতপূর্ণ রাত মনে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। তারা এসব

বক্তব্য সম্বলিত ছোটখাট পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরী করে মানুষের মধ্যে বিলি করে। বাস্তব কথা হল, আগেকার সেই বাড়াবাড়ির পথটিও যেমন সঠিক ছিল না, এখনকার এই ছাড়াছাড়ির মতটিও শুদ্ধ নয়। ইসলাম ভারসাম্যতার দ্বীনএবং এর সকল শিক্ষাই প্রান্তকতা মুক্ত সরল পথের পথ নির্দেশ করে। শবে বরাতের ব্যপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোন রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্য সব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এই রাতের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে, তার সবগুলোকে মওযু বা যয়ীফ মনে করা ভুল যেমন অনুরূপ এ রাতকে শবে কদরের মত বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারণা।

শবে বরাত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস নিচে উল্যেখ করা হলো:

1. হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি থেকে বর্ণিত,

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ اللَّهَ ليطَّلعُ في ليلةِ النِّصفِ من شعبانَ فيغفرُ لجميعِ خلقِه إلَّا لمشرِك أو مشاحنٍ .

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বানের মধ্যরাত্রিতে মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতীত সকল মু'মিন মুসলমানকে ক্ষমা করে দেন।(সুনানে ইবনে মা'জা-১৩৯০)

ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ উক্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

2. عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر

হযরত আলী বিন আবু তালীব রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-যখন শাবান মাসের অর্ধেকের রজনী আসে [শবে বরাত] তখন তোমরা রাতে নামায পড়, আর দিনের বেলা রোযা রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ এ রাতে সূর্য ডুবার সাথে সাথে পৃথিবীর আসমানে এসে বলেন-কোন গোনাহ ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি আমার কাছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোন রিজিকপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রিজিক দিব। কোন

বিপদগ্রস্থ মুক্তি পেতে চায় কি? আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দিব। আছে কি এমন, আছে কি তেমন? এমন বলতে থাকেন ফযর পর্যন্ত। {সূনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৩৮৮, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৩৮২২, }

عن عائشة : قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نساءك فقال إن الله عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

অনুবাদ-হযরত আয়শা রাঃ বলেন-এক রাতে রাসূল সাঃ কে না পেয়ে খুজতে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে [মদীনার কবরস্থান] গিয়ে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন-কি ব্যাপার আয়শা? [তুমি যে তালাশে বের হলে?] তোমার কি মনে হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর কোন অবিচার করবেন? [তোমার পাওনা রাতে অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়ে রাত্রিযাপন করবেন?] হযরত আয়শা রাঃ বললেন- আমার ধারণা হয়েছিল আপনি অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়েছেন। রাসূল সাঃ তখন বললেন-যখন শাবান মাসের ১৫ই রাত আসে অর্থাৎ যখন শবে বরাত হয়, তখন আল্লাহ পাক এ রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। তারপর বনু কালব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়ে বেশী সংখ্যক বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। {সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৭৩৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৬০২৮, মুসনাদে আব্দ বিন হুমাইদ, হাদীস নং-১৫০৯}

4. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

অনুবাদ-হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-অর্ধ শাবানের রাতে [শবে বরাতে]আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত মাখলুকের প্রতি মনযোগ আরোপ করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দেন। {সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৫৬৬৫, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং-২৭৫৪

আরো কিছু হাদিস নিচে দেওয়া হলো:

☞ ১ নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ.

হযরত আবূ হুরাইরা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের বরকতময় মহান প্রতিপালক প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব! কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব! এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব! (ফজর পর্যন্ত এ আহবান চলতে থাকে।) সনদ সহীহ।

(সহীহুল বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪ হাদীস। সহীহু মুসলিম ১৮০৮-১৮১৩, হাদীস। মিশকাত শরীফ ১২২৩ হাদীস।)

কিন্তু শবে বরাতের রজনীতে আল্লাহ তায়ালা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই দুনিয়ার আকাসে চলে আসেন। যেমন নিম্নে বর্নিত হাদীসঃ

☞ ২ নং হাদীসঃ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاہِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَہَا وَصُومُوا نَہَارَہَا، فَإِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيہَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىسَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ : أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِى فَأَغْفِرَ لَہُ أَلَامُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَہُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَہُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّىيَطْلُعَ الْفَجْرُ.

হযরত আলী রাযিঃ সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মধ্য শা’বানের রজনীতে জাগ্রত থাকো এবং তারপর দিন রোযা রাখো! কেননা এ রাতে সূর্যাস্তের সময় আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেতে থাকেন, আছো কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব!

আছো কি কেউ রিযিক যাচনাকারী? আমি তাকে রিযিক প্রদান করব! আছো কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্তিদান করব! এরূপ কেউ আছো কি? এরূপ কেউ আছে কি?এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। উপরে বর্নিত হাদীস অনুপাতে এই হাদীসের বিষয় বস্তুও সহীহ।

(সুনানে ইবনে মাজাহ ১৩৮৮ হাদীস। শু’আবুল ঈমান-৩৫৪২ হাদীস। মিশকাতুল মাসাবীহ ১৩০৮ হাদীস। কানযুল উম্মাল ৩৫১৭৭ হাদীস।)

☞ ৩ নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন পনেরই শাবানের রাত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে তশরীফ আনেন এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন! শুধু মুশরিক ও অপর ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত। সনদ সহীহ।

(মুসনাদে আবু বকর সিদ্দীক রাযিঃ ১০৪ হাদীস। মুসনাদে বাযযার ৮০ হাদীস। মাজমাউজ যাওয়ায়িদ ১২৯৫৭ হাদীস।)

☞ ৪ নং হাদীসঃ

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قَالَتْ قَدْ قُلْتُ وَمَا بِي ذَلِكَ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ " .

আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি জান্নাতুল বাকিতে, তাঁর মাথা আকাশের দিকে তুলে (মুনাজাতে রত) আছেন। অতপর তিনি বলেনঃ হে আয়িশা! তুমি কি আশঙ্কা করেছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? আমি বললাম, তা নয়! বরং আমি আশঙ্কা করলাম যে, আপনি হয়তো আপনার কোন স্ত্রীর নিকট তাশরিফ নিয়ে গেছেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আজ মধ্য শাবানের রজনী। এ রাতে মহান আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের মেষপালের পশমের চাইতেও অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ মাফ করেন। সনদ হাসান।

(সুনানে ইবনে মাজাহ ১৩৮৯ হাদীস। সহীহু মুসলিম ৯৭৩-৭৪ হাদীস। সুনানে তিরমিযী ৭৩৯ হাদীস। সুনানে নাসায়ী ২০৩৭ হাদীস। মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৮৭ হাদীস।)

☞ ৫ নং হাদীসঃ

عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ؟ "، قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: " أَتَدْرِينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা রাতে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি সিজদায় গিয়ে এত দীর্ঘ সময় থাকলেন যে, আমার মনে হলো তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। আমি তখন শোয়া থেকে উঠে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম, ফলে তিনি নড়ে উঠলেন। তখন আমি (বিছানায়) ফিরে গেলাম। অতঃপর তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং নামায শেষ করে আমাকে বললেনঃ হে আয়িশা! তুমি কি মনে করেছিলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমার সাথে প্রতারণা করছেন? আমি বললামঃ আল্লাহর শপথ, আমি এমনটি মনে করিনি। বরং আপনার দীর্ঘ সিজদার কারনে আমার মনে হয়েছে যে, আপনার ওফাত হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেনঃ তুমি কি জান এটি কোন রাত? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামই অবগত। তিনি বললেনঃ এটি মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ তাআলা এ রাতে তার বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। যারা ক্ষমা

প্রার্থনা করে তাদেরকে ক্ষমা করেন। যারা দয়া প্রার্থনা করে তাদেরকে দয়া করেন। তবে যারা বিদ্বেষী তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই রেখে দেন। সনদ মুরসাল।

(সুনানে বায়হাকী ৩৫৫৪ হাদীস। শুয়া’বুল ঈমান-৩৬৭৫ হাদীস। ফাযায়িলুল আওকাত ২৬ হাদীস। তাফসীরে দুররুল মানসুর ৭/৪০৩ পৃষ্ঠা।)

☞ ৬ নং হাদীসঃ

عن عائشةؓ۔۔ہَلْ تَدْرِينَ مَا فِی ہَذِہِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَتْ : مَا فِيہَا يَا رَسُولَ اللَّہِ؟ فَقَالَ : فِيہَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِی آدَمَ فِی ہَذِہِ السَّنَةِ، وَفِيہَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ ہَالِكٍ مِنْ بَنِیآدَمَ فِی ہَذِہِ السَّنَةِ، وَفِيہَا تُرْفَعُ أَعْمَالُہُمْ، وَفِيہَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُہُمْ۔

হযরত আয়িশা রাযিঃ সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমার কি জানা আছে এই রাত তথা মধ্য শা’বানের রাত্রিতে কী হয়? হযরত আয়িশা রাযিঃ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী হয়? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এই বছর যারা জন্ম গ্রহন করবে এবং যারা মৃত্যুবরণ করবে, সব এই রাতে লেখা হয়। এই রাতে বান্দাদের সারা বছরের আমল উত্তোলন করা হয় এবং সারা বছরের রিযিক বণ্টন করা হয়। সনদ গ্রহণযোগ্য। যেমন- ইবনে আব্বাস রাযিঃ বলেছেনঃ

وعن ابن عباس إن الله اللَّهَ يَقْضِي الْأَقْضِيَةَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَيُسَلِّمُهَا إِلَى أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহ তায়ালা শ’বানের পনেরতম রাতে সিদ্ধান্তসমুহ চুড়ান্ত করেন এবং শবে ক্বদরে তা বাস্তবায়নকারী ফেরেশতাদের নিকট অর্পন করেন।

(সুনানে বায়হাকী, তাফসীরে কুরতুবী ১৬/১২৭ পৃষ্ঠা। তাফসীরেখাজিন ৪/১১২,১১৬ পৃষ্ঠা। তাফসীরে বাগাভী ৪/১৭৪ পৃষ্ঠা। ইবনে আ’দিল আল লুবাব ফি উলুমিল কিতাব-১৭/৩১১ পৃষ্ঠা।)

☞ ৭ নং হাদীসঃ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، وَابْنُ قُتَيْبَةَ

وَغَيْرُہُ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ہِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيہِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللہُ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَطْلُعُ اللہُ إِلَى خَلْقِہِ فِی لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِہِإِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

হযরত মু’আয বিন জাবাল রাযিঃ সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

আল্লাহ তায়ালা শা’বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে সমস্ত মাখলুকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং

মুশরিক ও বিদ্বেষকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন। সনদ সহীহ।

(সহীহ তাবারানী ২০৩ হাদীস। সহীহে ইবনে হিব্বান ৫৬৬৫ হাদীস। সুনানে বায়হাকী ৬২০৪ হাদীস। মাজমাউজ যাওয়ায়িদ-১২৯৬০ হাদীস। সহীহ আত তারগীব ১০২৬,২৭৬৭ হাদীস।)

(ইমাম তাবরানী রহিঃ বলেছেনঃ শবে বরাত প্রমানের জন্য এই হাদীসটিই যথেষ্ট। শায়েখ আলবানীও অনুরুপ মতই ব্যক্ত করেছেন। আস সহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯ পৃষ্ঠা।)

☞ ৮ নং হাদীসঃ

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ : مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ সূত্রে

বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে সমস্ত মাখলুকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং বিদ্বেষ পোষণকারী ও খুনি ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন। সনদ সহীহ।

(মুসনাদে আহমাদ-৬৬৪২ হাদীস। মাজমাউজ যাওয়ায়িদ ১২৯৬১ হাদীস। তাফসীরে রূহুল মা'আনী ১৮/৪২৩ পৃষ্ঠা।)

☞ ৯ নং হাদীসঃ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقُ وأَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ الْبَيْلَمَانِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَمْسُ لَيَالٍ لَيَالٍ لَاتُرَدُّ فِيْهِنَّ الدُّعَاءَ، لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْن.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিঃ সূত্রে বর্ণিত, পাঁচটি রাত এমন আছে, যে রাতে দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না। তন্মধ্যে একটি হলো মধ্য শাবানের রজনী।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৭৯২৭ হাদীস।)

☞ ১০ নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَتِىْ الْعِيْدِ لِلّٰهِ مُحْتَسِبًا فَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِيْنَ تَمُوْتَ الْقُلُوْبُ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَ بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَال إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِىْ خَمْسِ لَيَالٍ فِىْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الأَضْحَى، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ" قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْى لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَلَيْلَةُ جَمْعٍ هِىَ لَيْلَةُ الْعِيْدِ، لأَنَّ فِىْ صُبْحِهَا النَّحْرُ

হযরত আবুদ দারদা রাযিঃ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে লোক সাওয়াবের আশায় ঈদের রাত্রে ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তর ওই দিনও জাগ্রত

থাকবে, যেদিন সকলের অন্তর মুরদা থাকবে।

ইমাম শাফেঈ রহিঃ বলেছেনঃ আমার কাছে এই মর্মে বিশুদ্ধ বানী পৌঁছেছে যে, পাঁচ রাতের দোয়া কবুল হয়ঃ

১। জুমু'আর রাত।

২। ঈদুল ফিতরের রাত।

৩। ঈদুল আযহার রাত।

৪। রজবের প্রথম রাত।

৫। শাবানের মধ্য রাত।

(সুনানে বায়হাকী ৬২৯৩ হাদীস। সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৮২ হাদীস। শু'আবুল ঈমান ৩৪৩৮ হাদীস। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৭৯২৭ হাদীস। ফাজায়িলুল আওকাত ১৪৯ হাদীস। কিতাবুল উম্ম-১/২৩১ পৃষ্ঠা।)

☞ ১১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّه سَأَلَه أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانَ يَسْمَعُ فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত ইমরান ইবনু হুসায়ন রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে অথবা অন্য কোন লোককে জিজ্ঞেস করেছেন, আর আমি তা শুনছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে অমুক ব্যক্তির পিতা! তুমি কী শা'বান মাসের শেষ দিনগুলো সওম রাখো না? তখন তিনি বললেন, না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি রমাযানের শেষে শা'বান মাসের দু'টি সওম পালন করে নিবে।

সনদ সহীহ। অনেকের মতে উক্ত সাওম দুটি হলো ১৪ ও ১৫ শাবানের সাওম।

(সহীহুল বুখারী ১৯৮৩ হাদীস। সহীহু মুসলিম ১১৬১ হাদীস। মুসনাদে আহমাদ ১৯৯৪৭ হাদীস। সুনানে বায়হাক্বী ৭৯৬৭ হাদীস। সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৫৮৮ হাদাস। মিশকাতুল মাসাবীহ ২০৩৮ হাদীস।)

☞ ১২ নং হাদীসঃ

عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ

হযরত উসামাহ বিন যায়দ রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শাবান মাসে যত সিয়াম রাখতে দেখি অন্য কোন মাসে তো তত সিয়াম রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কী?) উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এটা তো সেই মাস! যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন। যা হল রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, সিয়াম রাখা অবস্থায় আমার আমল সমূহ (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। সনদ সহীহ।

(মুসনাদে আহমাদ ২১৭৫৩ হাদীস। সুনানে নাসাঈ ২৩৫৭ হাদীস। সহীহ আত তারগীব ১০০৮ হাদীস।)

☞ ১৩ নং হাদীসঃ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا

হযরত আবূ সালামাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত,

আমি আয়িশা রাযিঃ এর নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ তিনি একাধারে সিয়াম রেখেই যেতেন। এমনকি আমরা ভাবতাম, তিনি সিয়াম রেখেই যাবেন। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন অবস্থায় কাটাতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি রোযাহীন অবস্থায়ই থাকবেন। শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে আমি তাঁকে এত অধিক সিয়াম রাখতে দেখিনি। তিনি প্রায় পুরা শা'বান মাসই সিয়াম রাখতেন। তিনি শা'বানের অল্প কিছুদিন বাদ দিয়ে পুরা মাসই সিয়াম রাখতেন। সনদ সহীহ।

(সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭১০ হাদীস। সহীহুল বুখারী ১৯৬৯ হাদীস। সহীহু মুসলিম ৭৪৬, হাদীস। সুনানে আবূ দাউদ ১৩৪২,২৪৩৪ হাদীস। মুসনাদে আহমাদ ২৪৭৮৯, ২৫৫২২, ২৫৭৭৮, হাদীস। মুয়াত্তা মালেক ৬৮৮ হাদীস। মিশকাতুল মাসাবীহ ২০৩৬ হাদীস।)

শবে বরাত সংক্রান্ত এরূপ আরো বহু হাদীস বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্নিত হয়েছে। প্রায় ২৫জন সাহাবী থেকে শবে বরাত সংক্রান্ত হাদীস বর্নিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করছি-

১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিঃ

২। হযরত আলী ইবনে আবি তলিব রাযিঃ

৩। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযিঃ

৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ

৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ'মর রাযিঃ

৬। হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ

৭। হযরত আউফ ইবনে মালিক রাযিঃ

৮। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযিঃ

৯। হযরত উসমান ইবনে আবীল আস রাযিঃ

১০। হযরত আবু ছালাবাহ আল খুসানী রাযিঃ

১১। হযরত কাছীর ইবনে মুররা আল হাজরমী রাযিঃ

১২। হযরত উসামা বিন যায়দ রাযিঃ প্রমূখ।

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শবে বরাত বা মধ্য শা'বানের রজনীর মহত্ব, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজীলত অপরিসীম।

অতএব শবেবরাত সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই এ রাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। জ্ঞাতব্য বিষয় হলো- হযরত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

এর কোন হাদীসই যয়ীফ নয়! বরং শুধু হাদীস শাস্ত্রিক বিশ্লেষণের দিক থেকে মুহাদ্দীসিনে কিরাম হাদীস গুলোকে শ্রেনী বিন্যাস করেতে যেয়ে কোন হাদীসকে সহীহ, কোন হাদীসকে হাসান এবং কোন হাদীসকে যয়ীফ হিসেবে নির্নয় করেছেন। আর মুহাদ্দীসিনে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, একাধীক সনদে বর্নিত জয়ীফ হাদীসগুলো হাসানের দরজায় পৌঁছে যায়। আর ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার কথা একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত এবং আইয়ামে বীয অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার বিষয়টিও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তদুপরি ইসলামের প্রারম্ভ যুগ থেকে এর ওপর আমল চলে আসাটা হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার সবচেয়ে বড় দলিল।